তারিখ ...23 FEB 2017...
পৃষ্ঠা ...২১... কলাম ...৬...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

তৃতীয় সমাবর্তন আজ সেজেছে ক্যাম্পাস

■ ইজাজ আহমেদ মিলন, *গাজীপুর*

গাজীপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন আজ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আজ বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটায় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদ। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, তৃতীয় এই সমাবর্তনে ৬১ জনকে পিএইচডি ডিগ্রি, উইন্টার ৫৩৪ জনকে এমএস ডিগ্রি, উইন্টার ৪৯৬ জনকে বিএস (কৃষি) ডিগ্রি, উইন্টার ১০৪ জনকে বিএস (ফিশারিজ) ডিগ্রি এবং উইন্টার ১৮ জনকে ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন ডিগ্রির সনদ দেবেন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদ। তৃতীয় সমাবর্তন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মনোরম সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। গতকাল বুধবারই গ্র্যাজুয়েটপ্রাপ্তরা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর আশপাশের এলাকায় এসে অবস্থান নিয়েছেন।

গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে ৯ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে ১৮৭ একর জমির ওপর ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। উন্নত রাষ্ট্র গঠনে কৃষির অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনায় ১৯৭৯ সালে সরকার কৃষিতে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ কলেজ অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স (বিসিএএস) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জাপানকে প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়। জাপান সরকার ওই প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় অনুদান দেয়। প্রকল্প শুরুর তিন বছর পর ১৯৮৩ সালে ভৌত অবকাঠামো, ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ২

তৃতীয় সমাবর্তন আজ

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষা ও গবেষণা সুবিধাদির উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ সরকার এই কলেজকে ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচারে (আইপিএসএ) রূপান্তরিত করে কৃষিবিজ্ঞানে মাস্টারস ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ইপসা ১৯৮৪ সাল থেকে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। বংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের জাইকার সঙ্গে মার্কিন সহযোগী একটি সংস্থা ১৯৮৫-৮৬ সালে ইপসার সার্বিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহযোগিতা প্রদান করে। জন্মলগ্ন থেকে ইপসা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রশাসনের অধীনে ছিল। ১৯৮৮ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর পর কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ইপসার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। গতানুগতিক কৃষিশিক্ষায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইউএসএইডের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ওরিগন স্টেট ইউনিভার্সিটির অনুকরণে নর্থ আমেরিকান কোর্স ক্রেডিট শিক্ষাপদ্ধতি ইপসাতে প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৯১ সালের আগস্টে কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতিতে এমএস ও পিএইচডি কার্যক্রমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। ১৯৯৪ সালে ইপসাকে একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইপসা অর্ডিন্যান্স অনুমোদিত হয় এবং পরে ১৯৯৪ সালের মার্চে জাতীয় সংসদে ইপসা আইন ১৯৯৪ অনুমোদিত হয়। কৃষিতে উচ্চতর শিক্ষার প্রসার এবং কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে উন্নত শিক্ষাদান, গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষিশিক্ষার যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদাদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইপসাকে পুনর্গঠন করতে ১৯৯৭ সালে ইপসার ৩০তম রিজেন্ট বোর্ডের সভায় বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটি অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট এডুকেশন ইন এগ্রিকালচার নামে একটি খসড়া প্রস্তাব করা হয়, যা পরে কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর ১৯৯৮ সালে মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হয়। মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবিত নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' নামটি প্রস্তাব করা হলেও একই বছরের পরবর্তী মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত হিসেবে বর্তমানের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' নামটি গৃহীত হয়। ওই বছরের জুলাই মাসে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট-১৯৯৮ হিসেবে পাস হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় এক হাজার ২০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬টি বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন ১৯২ জন।